প্রথম আলো

তারিখ ... 15 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ কলাম ... ২ ...

উচ্চশিক্ষায় সেশনজট

চাই সুষ্ঠু ও সমন্বিত উদ্যোগ

একসময়ে বাংলাদেশের রেলওয়ে সম্পর্কে একটি কথা চালু ছিল, নটার ট্রেন কটায় ছাড়বে? এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একই প্রশ্ন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মনে, কোন শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষা কোন শিক্ষাবর্ষে হবে? একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কতটা বিশৃঙ্খল হলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা এই বাস্তবতার মুখোমুখি হন, তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না।

বৃহস্পতিবার *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০১০ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাস করা এক শিক্ষার্থী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন একটি কলেজে স্নাতক সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে এখন দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছেন। অথচ তাঁরই সহপাঠী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে চার বছরের স্নাতক শেষ করে মাস্টার্সে পড়ছেন। প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অর্ধেকই পড়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, যাঁর সংখ্যা ২০ লাখ। বাকি অর্ধেক পড়ে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছরের সেশনজটের অর্থ স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ২০ লাখ শিক্ষার্থীর জীবন থেকে একটি বছর চলে যাওয়া। কঠিন বাস্তবতা হলো সেশনজটের পরিমাণ এক বছর নয়, দুই বছর পর্যন্ত। তবে এতটা প্রকট না হলেও অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষার্থীরা কমবেশি সেশনজটের শিকার।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজটের সমস্যাটি দীর্ঘদিনের হলেও অতীতে এর সমাধানে উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। বর্তমান উপাচার্য এসে সেখানে 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' নিলেও পরিস্থিতির তেমন পরিবর্তন হয়নি। যেকোনো শিক্ষাবর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করতে যদি নয়-দশ মাস লেগে যায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যদি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও শিক্ষক না থাকেন, তাহলে সেশনজট কীভাবে কমবে?

অতএব, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট কমাতে চাই সুষ্ঠু ও সমন্বিত উদ্যোগ। স্নাতক (সম্মান) কলেজগুলোকে পাবলিক-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেওয়ার যে প্রস্তাব রয়েছে, তাও বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। আলোচনা হতে পারে বিকল্প প্রস্তাব নিয়েও। সেশনজট সমস্যার টেকসই সমাধানই প্রত্যাশিত।